47

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..22. JUL. 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কোন সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় না ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজানো হয় ঃ রেজিস্ট্রার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিবাদলিপিতে জনকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক সিনেট সদস্য জানিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য সত্য নয়। এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সিনেট অধিবেশনের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। এটি সিনেট অধিবেশনের একটি রেওয়াজ।

এদিকে বিভিন্ন সংগঠন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত না বাজানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছে এবং অবিলম্বে উপাচার্য অধ্যাপক এমএ বারীকে

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

কোন সিনেট

অপসারণের দাবি জানিয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, জনকণ্ঠে প্রকাশিত বলা হয়, জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরটি ভিত্তিহীন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর বিরোধিতা করেননি। একজন সিনেট সদস্য জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর প্রস্তাব করলে অন্য কয়েকজন সদস্য জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় না। অধিবেশনে তুমুল বাকবিতণ্ডা বা 'তীব্র আপত্তি' জাতীয় কিছু ঘটেনি। সিনেট সভায় জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সুযোগ না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় এ জন্য পূর্ব প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনি। সিনেটের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

প্রতিবাদলিপিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় না বলে যে কথা বলা হয়েছে তা সত্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু জায়েদ শিকদার জনকণ্ঠকে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সিনেট অধিবেশনের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে দু'বার নির্বাচিত সদস্য এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ডঃ মাহবুব উল্লাহ্ জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনেও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপ-উপাচার্য ডঃ মাহবুব উল্লাহ। ডঃ মাহবুব উল্লাহ জনকণ্ঠকে টেলিফোনে জানান, সিনেট অধিবেশনে বাজানোর জন্য জাতীয় সঙ্গীতের একটি টেপ এবং টেপরেকর্ডার প্রস্তুত রাখার জন্য তিনি রেজিস্ট্রারকে অনুরোধ করেছিলেন। রেজিস্ট্রার টেপ এবং টেপরেকর্ডার প্রস্তুত রেখেছিলেন। কাজেই জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না কথাটি সঠিক নয়।

সব শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর প্রস্তাবের কেউ যদি বিরোধিতা না-ই করে থাকে, তাহলে সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হলো না কেন? অধিবেশনে সিনেট সদস্য ফিরোজ নুন বলেছিলেন, "জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর রেওয়াজ না থাকতে পারে। কিন্তু কেউ জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর প্রস্তাব করলে সে প্রস্তাব নাকচ করারও কোন যুক্তি নেই।"

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা কেবল যে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তা-ই নয়, ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বরের মতো দিবসগুলোতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত না বাজানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে বিভিন্ন সংগঠন বলেছে, জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর বিরোধিতা করা ক্ষমাহীন অপরাধ। জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর বিরোধিতাকারীরা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় মর্যাদাকেই অসম্মানিত করেছেন। এসব সংগঠন অবিলম্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম,এ বারীকে অপসারণের দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতিদাতা সংগঠনগুলো হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এবং ঢাকা মহানগরী ইউনিট কমান্ড, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (বা-কা) এবং বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন।